অনুচ্ছেদের উপাদান

একটি সুন্দর ও মানসম্মত অনুচ্ছেদ রচনার জন্য কয়েকটি মৌলিক উপাদান প্রয়োজন। এসব উপাদান যথাযথভাবে অনুসরণ করলে অনুচ্ছেদ সুসংগঠিত, অর্থবহ ও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। অনুচ্ছেদের প্রধান উপাদানগুলো হলো—

ক. বিষয় বা কেন্দ্রীয় ভাব :

প্রতিটি অনুচ্ছেদে একটি নির্দিষ্ট বিষয় বা কেন্দ্রীয় ভাব থাকে। অনুচ্ছেদের সব বাক্য সেই বিষয়কে ঘিরেই রচিত হয়। অপ্রাসঙ্গিক কোনো তথ্য বা বক্তব্য এতে স্থান পায় না।

খ. সূচনাবাক্য:

অনুচ্ছেদের প্রথম বা শুরুতে থাকা বাক্যে সাধারণত মূল বিষয়টির পরিচয় দেওয়া হয়। এই বাক্য থেকেই পাঠক অনুচ্ছেদের আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে ধারণা লাভ করে।

গ. সহায়ক বাক্য :

সূচনাবাক্যের মূল ভাবকে ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ বা উদাহরণের মাধ্যমে স্পষ্ট করার জন্য যে বাক্যগুলো লেখা হয়, সেগুলোই সহায়ক বাক্য। এসব বাক্য পরস্পরের সঙ্গে অর্থগতভাবে সম্পর্কযুক্ত থাকে।

ঘ. উপসংহারমূলক বাক্য :

অনুচ্ছেদের শেষ বাক্যে আলোচনার সারসংক্ষেপ বা মূল বক্তব্যের উপযুক্ত সমাপ্তি টানা হয়। এ বাক্যটি অনুচ্ছেদকে পূর্ণতা প্রদান করে।

অনুচ্ছেদের ভাষা ও শৈলী

অনুচ্ছেদের ভাষা ও উপস্থাপনা এমন হওয়া উচিত, যাতে পাঠক সহজেই মূল বক্তব্য বুঝতে পারে। এ ক্ষেত্রে নিচের বিষয়গুলো অনুসরণ করা প্রয়োজন—

১. ভাষা হবে সহজ, সাবলীল ও প্রমিত।
২. বক্তব্য হবে স্পষ্ট, সংক্ষিপ্ত ও প্রাসঙ্গিক।
৩. অপ্রয়োজনীয় শব্দ, বাক্য ও তথ্য পরিহার করতে হবে।
৪. একই ভাব বা তথ্য বারবার উল্লেখ করা যাবে না।
৫. প্রয়োজন ছাড়া উপমা, অলংকার বা অতিরঞ্জিত ভাষার ব্যবহার এড়িয়ে চলতে হবে।
৬. বাক্যগুলোর মধ্যে ভাবগত সংযোগ বজায় রাখতে হবে।
৭. শুদ্ধ বানান ও যথাযথ যতিচিহ্নের ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

একটি ভালো অনুচ্ছেদের গুণাবলি

একটি আদর্শ অনুচ্ছেদে কয়েকটি বিশেষ গুণ বিদ্যমান থাকে। এসব গুণ অনুচ্ছেদকে পাঠযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য করে তোলে।

১. ভাবের ঐক্য :

অনুচ্ছেদের সব বাক্য একটি নির্দিষ্ট বিষয় বা মূল ভাবকে কেন্দ্র করে রচিত হবে।

২. সংহতি :

প্রতিটি বাক্য পরস্পরের সঙ্গে অর্থগতভাবে যুক্ত থাকবে। একটি বাক্যের সঙ্গে অন্য বাক্যের স্বাভাবিক সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে।

৩. ধারাবাহিকতা :

ভাবের উপস্থাপনায় যৌক্তিক ক্রম অনুসরণ করতে হবে। এলোমেলোভাবে তথ্য উপস্থাপন করা যাবে না।

৪. স্পষ্টতা :

বক্তব্য এমনভাবে উপস্থাপন করতে হবে, যাতে পাঠক সহজেই এর অর্থ বুঝতে পারে।

৫. সংক্ষিপ্ততা :

অল্প কথায় প্রয়োজনীয় বক্তব্য সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করাই অনুচ্ছেদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

৬. পূর্ণতা :

অনুচ্ছেদ ছোটো হলেও আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ধারণা দিতে সক্ষম হতে হবে।

অনুচ্ছেদ লেখার ধাপ

একটি সুন্দর অনুচ্ছেদ লেখার জন্য কয়েকটি ধাপ অনুসরণ করা যেতে পারে।

১. আলোচ্য বিষয়টি মনোযোগ দিয়ে বুঝে নিতে হবে।
২. বিষয়টির মূল বক্তব্য বা কেন্দ্রীয় ভাব নির্ধারণ করতে হবে।
৩. প্রয়োজনীয় তথ্য ও ধারণাগুলো নির্বাচন করতে হবে।
৪. সূচনাবাক্যের মাধ্যমে বিষয়টির পরিচয় দিতে হবে।

৫. সহায়ক বাক্যের মাধ্যমে মূল ভাবকে ব্যাখ্যা ও সম্প্রসারণ করতে হবে।
৬. শেষ বাক্যে সংক্ষিপ্ত উপসংহার টানতে হবে।
৭. লেখা শেষ হলে বানান, ভাষা, যতিচিহ্ন ও বাক্যগঠন পুনরায় যাচাই করতে হবে।

অনুচ্ছেদ লেখার সময় যেসব ভুল এড়াতে হবে

অনুচ্ছেদ রচনার সময় কিছু সাধারণ ভুল প্রায়ই দেখা যায়। এসব ভুল পরিহার করলে অনুচ্ছেদের মান বৃদ্ধি পায়।
১. আলোচ্য বিষয় থেকে বিচ্যুত হওয়া যাবে না।
২. অপ্রয়োজনীয় দীর্ঘ বর্ণনা দেওয়া উচিত নয়।
৩. একই কথা বা তথ্য বারবার লেখা যাবে না।
৪. বানান ও যতিচিহ্নের ভুল এড়িয়ে চলতে হবে।
৫. সাধু ও চলিত ভাষা একসঙ্গে ব্যবহার করা যাবে না।
৬. একটি অনুচ্ছেদকে অকারণে একাধিক প্যারায় বিভক্ত করা উচিত নয়।
৭. অসম্পূর্ণ বা অসংলগ্ন বাক্য ব্যবহার করা যাবে না।
৮. অতিরঞ্জিত, আবেগপ্রবণ বা অপ্রাসঙ্গিক মন্তব্য পরিহার করতে হবে।
এই অংশগুলোর পরেই **৬-১০** (অনুচ্ছেদ ও রচনার পার্থক্য, পরীক্ষায় লেখার কৌশল, দৈর্ঘ্য, মূল্যায়নের মানদণ্ড এবং অনুশীলনের উপায়) একই বইয়ের ভাষাশৈলী বজায় রেখে লেখা যেতে পারে।

অনুচ্ছেদ ও রচনার পার্থক্য

অনুচ্ছেদ ও রচনা উভয়ই গদ্যভিত্তিক রচনাশৈলী হলেও এদের মধ্যে বিভিন্ন দিক থেকে পার্থক্য রয়েছে। নিচে অনুচ্ছেদ ও রচনার প্রধান পার্থক্য তুলে ধরা হলো:

অনুচ্ছেদ	রচনা
অনুচ্ছেদ একটি মাত্র বিষয়কে কেন্দ্র করে সংক্ষিপ্তভাবে লেখা হয়।	রচনায় একটি বিষয়কে বিভিন্ন দিক থেকে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়।
এটি সাধারণত একটি প্যারাতেই সীমাবদ্ধ থাকে।	রচনা একাধিক অনুচ্ছেদ বা প্যারায় বিভক্ত থাকে।
অনুচ্ছেদের আকার ছোটো।	রচনার আকার তুলনামূলকভাবে বড়।
অনুচ্ছেদে অল্প কথায় মূল বক্তব্য প্রকাশ করা হয়।	রচনায় উদাহরণ, বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যাসহ বিস্তৃত আলোচনা থাকে।
একটি কেন্দ্রীয় ভাবকে ঘিরেই অনুচ্ছেদ রচিত হয়।	একটি মূল বিষয়কে কেন্দ্র করে একাধিক উপবিষয়ের আলোচনা করা হয়।

পরীক্ষায় অনুচ্ছেদ লেখার কৌশল

পরীক্ষায় ভালো নম্বর অর্জনের জন্য কেবল বিষয় জানা যথেষ্ট নয়; বিষয়টি সঠিকভাবে উপস্থাপন করাও গুরুত্বপূর্ণ। অনুচ্ছেদ লেখার ক্ষেত্রে নিচের বিষয়গুলো অনুসরণ করলে ভালো ফল পাওয়া যায়:

১. প্রশ্নটি মনোযোগ দিয়ে পড়ে বিষয়টি সঠিকভাবে বুঝে নিতে হবে।
২. অনুচ্ছেদের শুরুতেই বিষয়টির পরিচয় তুলে ধরতে হবে।
৩. অপ্রাসঙ্গিক বা অপ্রয়োজনীয় তথ্য লেখা যাবে না।
৪. প্রতিটি বাক্য যেন মূল বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত থাকে, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
৫. ভাষা হবে সহজ, প্রাঞ্জল ও প্রমিত।
৬. একই বক্তব্য বারবার উল্লেখ করা থেকে বিরত থাকতে হবে।
৭. শেষ বাক্যে সংক্ষিপ্তভাবে মূল বক্তব্যের উপসংহার টানতে হবে।
৮. নির্ধারিত সময়ের মধ্যে লেখা শেষ করার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

অনুচ্ছেদের দৈর্ঘ্য

অনুচ্ছেদের নির্দিষ্ট কোনো শব্দসংখ্যা নির্ধারিত নেই। তবে অনুচ্ছেদ এমন হতে হবে, যাতে অল্প পরিসরে আলোচ্য বিষয়টি পরিপূর্ণভাবে উপস্থাপিত হয়। প্রয়োজনের অতিরিক্ত দীর্ঘ বা অতিরিক্ত সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদ লেখা সমীচীন

নয়। পরীক্ষায় সাধারণত ১৫০ থেকে ২০০ শব্দের মধ্যে অনুচ্ছেদ লিখলে বিষয়টি সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা সম্ভব হয়। তবে প্রশ্নে যদি বিশেষ কোনো নির্দেশনা থাকে, তাহলে সেই নির্দেশনাই অনুসরণ করতে হবে।

অনুচ্ছেদ মূল্যায়নের মানদণ্ড

পরীক্ষায় একটি অনুচ্ছেদ মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সাধারণত কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করা হয়। এগুলো হলোঃ

১. বিষয়বস্তুর যথার্থতা ও প্রাসঙ্গিকতা।
২. মূল ভাবের সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ উপস্থাপন।
৩. ভাবের ঐক্য, সংহতি ও ধারাবাহিকতা।
৪. ভাষার শুদ্ধতা ও প্রমিত রীতি অনুসরণ।
৫. শুদ্ধ বানান ও যথাযথ যতিচিহ্নের ব্যবহার।
৬. সংক্ষিপ্ত অথচ পূর্ণাঙ্গ উপস্থাপন।
৭. উপসংহারের যথার্থতা ও সামগ্রিক উপস্থাপনার সৌন্দর্য।

অনুচ্ছেদ রচনায় দক্ষতা অর্জনের উপায়

অনুচ্ছেদ লেখার দক্ষতা একদিনে অর্জিত হয় না। নিয়মিত অনুশীলনের মাধ্যমে এ দক্ষতা গড়ে ওঠে। এ ক্ষেত্রে নিচের বিষয়গুলো অনুসরণ করা যেতে পারেঃ

১. নিয়মিত বিভিন্ন বিষয়ে অনুচ্ছেদ লেখার অভ্যাস করতে হবে।
২. সংবাদপত্র, সাহিত্য ও মানসম্পন্ন বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।
৩. নতুন শব্দ ও শব্দভান্ডার সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করতে হবে।
৪. ভালো মানের অনুচ্ছেদ পড়ে তার ভাষা, বিন্যাস ও উপস্থাপনা লক্ষ করতে হবে।
৫. লেখা শেষে নিজে পুনরায় পড়ে ভুলত্রুটি সংশোধন করতে হবে।
৬. শিক্ষক বা অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ অনুযায়ী লেখার উন্নয়ন করতে হবে।
৭. নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অনুচ্ছেদ লেখার অনুশীলন করলে পরীক্ষায় সময় ব্যবস্থাপনা সহজ হয়।

নিয়মিত অনুশীলন, শুদ্ধ ভাষার ব্যবহার এবং বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকলে যে কেউ একটি সুন্দর, সুসংগঠিত ও মানসম্পন্ন অনুচ্ছেদ রচনা করতে সক্ষম হবে।

NABARUN PUBLICATION